শেষ বিদায়

[গোসল, জানাযা, দাফন-কাফন, কবর যিয়ারত, কুসংস্কার ও প্রচলিত ভুলসহ মৃত ব্যক্তির নানা গুরুত্বপূর্ণ বিধান নিয়ে রচিত কুরআন-হাদীস ও ইসলামি ফিকহের তথ্যসমৃদ্ধ এক অনবদ্য সংকলন]

সংকলন ও সম্পাদনা

মুহাম্মাদ আলী জাওহার

উসতাজুল হাদিস ওয়াল ফিকহ জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম
রামপুরা বনশ্রী, ঢাকা।

ওয়াফি পাবলিকেশন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

অসুস্থতা, মুমূর্ষু অবস্থা, মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী করণীয় মৃত্যু কামনা না করা

মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে জীবিতদের করণীয় ২০
কালিমার তালকিন করা ২০
সূরা ইয়াসিন পাঠ করা ২১
মৃত্যুর আলামত ২১
মুমূর্ষু রোগী যে দু'আ পড়বে ২১
মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে যারা থাকবে ২২
মৃত্যুর সময় অসিয়ত করার বিধান ২২
আকস্মিক মৃত্যু থেকে আশ্রয় চাওয়া ২৪
মৃত্যু পরবর্তী করণীয় ২৪
মৃত ব্যক্তির পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করা ৩১
মৃত ব্যক্তিকে চুমু দেওয়া ৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোসল

মৃতকে গোসল করালে যে সওয়াব ৩৩
গোসল দেওয়ার বিধান ৩৩
মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার কারণ ৩৪
গোসল দিয়ে বিনিময় গ্রহণ ৩৪
গোসল দেবে কে? ৩৪
গোসলের সময় যেসব জিনিস প্রয়াজন ৩৫
মৃতকে গোসলের শর্তসমূহ ৩৫
অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর গোসল ৩৬
অপবিত্র অবস্থায় মারা গেলে করণীয় ৩৬
মৃত স্বামী-স্ত্রীর একে অপরকে দেখা, স্পর্শ করা ও

গোসলদেওয়ার বিধান ৩৭
মৃত পুরুষের জন্য কোনো পুরুষ না থাকলে ৩৭
হিজড়াদের গোসলের বিবরণ ৩৮
কুষ্ঠ রোগীর গোসলের নিয়ম ৩৮
শিয়াপন্থীদের গোসলের বিধান ৩৮
ডুবন্ত ব্যক্তির গোসলের বিধান ৩৮
বন্যায় মারা যাওয়া ব্যক্তির গোসল ৩৯
মুসলিম ও অমুসলিমের লাশ মিশে গেলে করণীয় ৩৯
রাষ্ট্রদ্রোহী ও মুরতাদের গোসল ৪০
আত্মহত্যাকারীর গোসল ৪০
শরীরের অধিকাংশ অঙ্গ বের হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকলে করণীয় ৪০
মৃত ভূমিষ্ঠ শিশুর গোসল ও কাফন-দাফন ৪০
গোসলের সময় মৃত ব্যক্তির কাপড় পাক করা ৪১
গোসলের সময় মহিলার পর্দার সীমা ৪২
মৃত ব্যক্তির গোপন অঙ্গ দেখা বা স্পর্শ করা ৪২
মৃত ব্যক্তিকে ঢিলা ব্যবহার করানো ৪২
মৃতের শরীরে নেইলপলিশ থাকলে ৪২
ঋতুমতী নারীর মুখে পানি দেওয়ার বিধান ৪৩
মুখে বাঁধাইকৃত দাঁত থাকলে করণীয় ৪৩
গোসলের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পা কোন দিকে ছিল? ৪৩
মৃত ব্যক্তির গোসলের পানির বিবরণ ৪৪
মৃতকে গোসল দেওয়ার সুন্নত তরীকা ৪৪
গোসল দেওয়ার পর মল বের হলে করণীয় ৪৫
গোসলের পূর্বে ওযু করানো ৪৬
পচে ফুলে যাওয়া লাশের গোসল দেওয়া জরুরি কি না? ৪৬
বরই পাতা মিশ্রিত গরম পানি দিয়ে গোসল দেওয়া ৪৬
মৃত ব্যক্তির কতোটুকু অঙ্গ পাওয়া গেলে গোসল-জানাযা জরুরি? ৪৭
গোসল দেওয়া ব্যতীত জানাযা পড়া ৪৭
মৃত ব্যক্তির নখ-চুল ইত্যাদি কাটা ৪৭
মৃত ব্যক্তির চুল-দাড়ি আঁচড়ে দেওয়া ৪৮
মৃতের চোখে সুরমা লাগানোর বিধান ৪৮

তৃতীয় অধ্যায়

কাফন

কাফন পরানোর ফযীলত	৪৯
কাফনের হুকুম	৪৯
পুরুষের কাফনের দায়িত্ব	৪৯
স্ত্রীর কাফনের দায়িত্ব	৫০
কাপড়ের গুণগত মান কেমন হবে?	৫০
কাপড়ের রঙ	৫০
যে রঙের কাপড় পরানো যাবে না	৫১
অমুসলিমের অর্থে কাফন	৫১
অমুসলিম আত্মীয়ের কাফন	৫২
বেওয়ারিশ লাশের কাফন-দাফন	৫২
কাফনের জন্য চাঁদা উঠানো	৫২
দাফন-কাফনে বিচ্যুতি ঘটলে করণীয়	৫৩
যাকাতের অর্থে কাফনের ব্যবস্থা	৫৩
কাফনের প্রকারভেদ	৫৩
পুরুষের সুন্নতি কাফন	৫৪
মহিলার সুন্নতি কাফন	৫৪
জরুরি ও কিফায়া কাফন	৫৫
পুরুষের কাফনের নিয়ম	৫৬
মহিলার কাফনের নিয়ম	৫৭
শিশুদের কাফন	৫৮
কাপড়ে গিঁট দেওয়া	৫৮
জামার প্লেট স্থাপনের স্থান	৫৯
কাফনের কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার	৫৯
মহিলার কাফনে লাল কাপড়ের ব্যবহার	৫৯
ইহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীর কাফন	৬০
সেলাই করা কাফন	৬০
হিজড়া (নপুংসক)-এর কাফন	৬০
মৃত ভূমিষ্ঠ শিশুর দাফন-কাফন	৬০
কাফনের কাপড়ে কাবার গিলাফের টুকরা দেওয়া	৬১

দশম অধ্যায়

কুসংস্কার ও প্রচলিত ভুল

জানাযার নামাযে কাতার বেজোড় হওয়া জরুরি নয়	১৬৮
আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া যাবে কি?	১৬৯
চার কুল পড়া	১৬৯
মৃতের বাড়িতে চুলা জ্বালানো	১৭০
মৃতের পরিবারের জন্য কতোদিন পর্যন্ত খানা পাঠানো হবে?	১৭১
জানাযার পর দাফনের আগে দু'আ-মুনাজাত করা	১৭১
জুমু'আতুল বিদার দিন কবর যিয়ারত করা	১৭২
কেউ মারা গেলে পরিবারের সকল মহিলাদের গোসল করা	১৭২
কাফনে কালিমা লেখা	১৭৩
কবরের পাশে আযান দেওয়া	১৭৩
মৃতের নামে চল্লিশা করা	১৭৪
কবরের মাটি গামলা করে ঘরে নিয়ে আসা	১৭৫
জানাযা বহন করার সময় ফাতিহা পড়া	১৭৬
কবরে দাঁড়িয়ে তালকিন করা	১৭৬
কবরের দেওয়াল ছুঁয়ে সালাম দেওয়া ও চুমু খাওয়া	১৭৬
কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাতে চুমু খাওয়া	১৭৮
কবরের তাওয়াফ-সিজদা ইত্যাদি প্রসঙ্গ	১৭৮
কবরে ফুল দেওয়া	১৮০
কবরে গিলাফ চড়ানো	১৮০
কবরে বাতি দেওয়া	১৮১
কবর পাকা করা	১৮২
কবরে স্মৃতিফলক স্থাপন	১৮৪
মহিলাদের কবর যিয়ারত	১৮৫
মাজারে দানবাক্স	১৮৬
লাশ ঘরে থাকা অবস্থায় পানাহার বন্ধ রাখা	১৮৬
স্বামী কি মৃত স্ত্রীকে দেখতে পারবে না?	১৮৬
মৃত ব্যক্তির মুখ দেখানো	১৮৭
মৃতের রূহ কি ঘরে আসে?	১৮৮
রূহ ঘোরাফেরা করা	১৮৮
মৃতের রূহ ৪০ দিন পর্যন্ত বাড়িতে আসা-যাওয়া করা	১৮৮

জুমু'আর দিন মারা গেলে কি কবরের আযাব মাফ?	১৮৯
লোকটা কেমন ছিল?	১৯০
পানি গরম করার পাতিল	১৯০
জুমু'আর দিন মারা গেলে জানাযা বিলম্ব করা	১৯০
সত্তর বা চল্লিশ কদম দূরে গিয়ে দু'আ পড়া	১৯১
মাজারে জুতা না নেওয়া	১৯১
মাজার থেকে উল্টো দিক হয়ে বের হওয়া	১৯১
অকাল মৃত্যু	১৯১
রূহ ফিরিয়ে দেওয়া	১৯২
মৃত বুযুর্গদের রূহ কি দুনিয়াতে ঘোরে?	১৯৩
কবরে রাখার পর মাইয়েতের শুধু চেহারা কিবলামুখী করে দেওয়া	১৯৩
তিনবার দু'আ জরুরি মনে করা	১৯৪
চাপা কবর দেওয়া	১৯৪
আহাদনামা লিখে কবরে রাখা	১৯৫
দাফনকারীদের খাওয়ানো	১৯৫
মৃত ব্যক্তির ঘরে মহিলাদের সমাগম	১৯৫
মৃত ব্যক্তির স্মরণে মাতম করে কান্না করা	১৯৬
তিনদিন পর্যন্ত বাতি জ্বালিয়ে রাখা	১৯৭
কাঁটা দিয়ে বেষ্টন করে রাখা	১৯৭
কবর ধোয়া পানি	১৯৭
লাশ নষ্ট না হওয়ার ধারণা	১৯৮
দল বেঁধে মুর্দাকে দেখেতে আসা	১৯৮
মৃতের বাড়িতে খানা পাঠানো	১৯৮
মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে দাওয়াত খাওয়ানো	১৯৯
সন্তান মারা গেলে মা আসরের পর খেতে পারেন না	১৯৯
কবরের প্রথম কোপের মাটিকে কবরের নিশানা বানানো	১৯৯
স্বামী মারা গেলে স্বামীর গোসলের সাথে স্ত্রীকে গোসল করানো	২০০
কবরের পাশে লোক দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করানো	২০০
কবরকে সম্বোধন ও কবরের উত্তর	২০০
কবরের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করা কি নিষেধ?	২০১
খাটিয়ার সাথে কুরআন নিয়ে যাওয়া	২০২
কষ্টের সংবাদ দিয়ে না গেলে কবরে বৃক্ষ জন্মায় না	২০২
কবরে ডাল রাখা	২০২

কবরে পানি ছিটানো ২০৩
কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা ২০৩
বরকত লাভের উদ্দেশ্যে কবরের মাটি নিয়ে যাওয়া ২০৪

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ২০৫

তাফসীর ২০৫
হাদীস ২০৫
শরহে হাদীস ২০৭
ফিকহ ও ফাতাওয়া ২০৮
অন্যান্য গ্রন্থ ২১১

প্রথম অধ্যায়

অসুস্থতা, মুমূর্ষু অবস্থা, মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী করণীয়

মৃত্যু কামনা না করা

অনেক সময় মানুষ বিপদাপদ, দুঃখ-কষ্ট, ঋণের বোঝা বা অসুস্থতার কারণে অধৈর্য হয়ে বিভিন্ন কথা বলে থাকে। এমনকি একপর্যায়ে মৃত্যুকামনাও করে বসে, যা একেবারেই উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে কঠিন বিপদেও মৃত্যু কামনা করতে নিষেধ করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে এবং মৃত্যু আসার আগে যেন মৃত্যুর জন্য দু'আ না করে। কেননা, তোমাদের কেউ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়। আর মুমিন বান্দার বয়স তার কল্যাণই বাড়িয়ে থাকে'।"[১]

আরেক হাদীসে এসেছে, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, যদি সে নেককার হয়, তাহলে হতে পারে যতোদিন সে জীবিত থাকবে, তার নেক কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর যদি বদকার হয়, তাহলে হতে পারে সে কখনো তওবার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবে।"[২]

হ্যাঁ, যদি নানামুখী বিপদে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে, তাহলে এই দু'আ করতে পারে—

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আহয়িনি মা কানাতিল হায়াতু খাইরানলি ওয়া তাওয়াফফানি

১ মুসলিম, হাদীস: ২৬৮২

২ বুখারী, হাদীস: ৭২৩৫

ইযা কানাতিল ওয়াফাতু খাইরানলি।

"হে আল্লাহ! আপনি আমাকে জীবিত রাখুন যতোক্ষণ পর্যন্ত আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর হয়, তাহলে আমাকে মৃত্যু দিয়ে দিন।"[১]

মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে জীবিতদের করণীয়

মাসআলা: কারো মধ্যে মৃত্যুর আলামত দেখা গেলে অর্থাৎ, সে যেকোনো সময় মারা যেতে পারে এরকম ধারণা হলে উত্তম হলো প্রথমত, তাকে ডান কাতে কিবলামুখী করে শোয়ানো অথবা চিৎ করে (পা কিবলার দিকে ছড়িয়ে) কিবলামুখী করে শুইয়ে মাথার নিচে উঁচু কিছু দিয়ে সিনা কিবলামুখী করে দেওয়া। তবে অসুস্থ অবস্থায় নাড়াচাড়া করলে রোগীর কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তাকে তার অবস্থায়ই ছেড়ে দেওয়া উচিত। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কিবলামুখী করে শোয়ানো উত্তম, জরুরি বা অপরিহার্য নয়।[২]

কালিমার তালকিন করা

মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে উপস্থিত লোকদের দ্বিতীয় করণীয় হলো, মৃদু আওয়াজে বারবার কালিমা শরীফ পড়তে থাকা। যাতে তাদের আওয়াজ শুনে মুমূর্ষু ব্যক্তিও কালিমা পড়তে পারে। হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা তোমাদের মৃত্যুগামী ব্যক্তিদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র তালকিন করো।'"[৩]

তবে মনে রাখতে হবে, এ অবস্থায় তাকে কিছুতেই কালিমা পড়ার নির্দেশ দেওয়া যাবে না। এমনিভাবে সবার আওয়াজ শুনে যদি একবার বলে ফেলে, তাহলে দ্বিতীয়বার বলার প্রতি উৎসাহিত করবে না। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে। হ্যাঁ, একবার কালিমা পাঠ করার পর যদি দুনিয়াবি কোনো কথা বলতে থাকে, তাহলে আবার

---

১ বুখারী, হাদীস: ৫৬৭১; মুসলিম, হাদীস: ২৬৮০

২ ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/৭৮ (যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ); হাশিয়াতুত তাহতাবি আলা মারাকিল ফালাহ: পৃ. ৫৫৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা); শরহুল মুনয়া: পৃ. ৫৭৬ (আশরাফি বুক ডিপো, দেওবন্দ); ফাতাওয়া দারুল উলুম: ৫/২৪২ (যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ)

৩ মুসলিম, হাদীস: ৯১৭

পাশের লোকজন মৃদু আওয়াজে কালিমা পড়তে থাকবে। তালকিনের মূল উদ্দেশ্যই হলো, যাতে তার জীবনের শেষ কথা কালিমা হয়। আর তা যদি হয়, তাহলে সে পরম সৌভাগ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কারণ, হাদীস শরীফে এসেছে—

"যার শেষ কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১]

সূরা ইয়াসিন পাঠ করা

মুমূর্ষু ব্যক্তির পাশে উপস্থিত লোকদের তৃতীয় করণীয় হলো, সূরা ইয়াসিন ও সূরা রা'দ তিলাওয়াত করা। এটি মুস্তাহাব। কারণ, হাদীস শরীফে এসেছে—

মা'কিল ইবনে ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু রোগীর পাশে সূরা ইয়াসিন পাঠ করো।'"[২]

মৃত্যুর আলামত

মৃত্যুর পূর্বে অধিকাংশ সময় ব্যক্তির মাঝে মৃত্যুর কিছু আলামত বা লক্ষ্যণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে আছে—

পায়ের শক্তি নিস্তেজ হয়ে যাওয়া। জোড়াগুলো ঢিলেঢালা হয়ে যাওয়া। পাগুলো কোনোভাবেই খাড়া না হওয়া। নাকের ডগা বেঁকে যাওয়া। কানপট্টি নিচে চলে যাওয়া ইত্যাদি।[৩]

মুমূর্ষু রোগী যে দু'আ পড়বে

মাসআলা: মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি যদি অনুভব করতে পারে যে, সে মৃত্যুর অতি নিকটবর্তী সময়ে এসে উপনীত হয়েছে। তার বেঁচে থাকার কোনো আশা নেই। এমন মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য হাদীসে কয়েকটি দু'আ বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

---

১ আবু দাউদ, হাদীস: ৩১১৬; আল বাহরুর রায়েক: ২/২৯৯ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা)

২ আবু দাউদ, হাদীস: ৩১২১; ইবনে হিব্বান, হাদীস: ৩০০২; ফাতাওয়া শামী: ৩/৭৮ (যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ); হাশিয়াতুত তাহতাবি আলা মারাকিল ফালাহ: পৃ. ৫৬৩ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা)

৩ ফাতাওয়া শামী: ৩/৭৮ (যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ); হাশিয়াতুত তাহতাবি আলা মারাকিল ফালাহ: পৃ. ৫৫৮ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা); শরহুল মুনয়া: পৃ. ৫৭৬ (আশরাফি বুক ডিপো,দেওবন্দ)